সংবাদ

তারিখ ... 14 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

কনসার্ট আয়োজনের টাকা না দেয়ায়

পবিপ্রবি ভিসিকে ছাত্রলীগ ১৮ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে

পবিপ্রবি সংবাদদাতা

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) উপাচার্য দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য ক্যাম্পাস শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাকে গত বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ করে রাখে। তবে উপাচার্য ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দাবি-দাওয়ার নামে ছাত্রলীগ তার কাছে কনসার্ট আয়োজনের জন্য টাকা দাবি করেছে। তিনি টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় ছাত্রলীগ তাকে ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ করে রাখে। এদিকে ছাত্রলীগ দাবি করেছে তারা উপাচার্যের কাছে কোন টাকা দাবি করেনি। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি গঠন করা হলেও কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি বলে ছাত্রলীগের দাবি। বৃহস্পতিবার বিকেলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসের দুটি প্রবেশদ্বার আটকে দেয়ায় উপাচার্য ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। যদিও নৌপথে রাত সাড়ে ৮টায় তার ঢাকায় যাওয়া কথা ছিল। এ দিকে বৃহস্পতিবার বিকেল হতে ক্যাম্পাস থেকে ঝরিশাল ও পটুয়াখালীগামী

ভিসিকে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

ভিসিকে : ছাত্রলীগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাসসহ সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে দফতর ছেড়ে বাসভবনের যাওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তার কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। উপাচার্য দাবি-দাওয়া মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসের প্রবেশদ্বার দুটি বন্ধ করে দিলে উপাচার্যসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে গতকাল সকাল ১০টায় পটুয়াখালী জেলা আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক খান মোশারফ ও সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী আলমগীরসহ স্থানীয় আ'লীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা শেষে পবিপ্রবি উপাচার্য অবরুদ্ধ দশা থেকে মুক্তি পান। ক্যাম্পাস শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান সোহাগ বলেন, উপাচার্য সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের নিয়োগ না দিয়ে ক্যাম্পাসে বিএনপি-জামায়াতের অনুসারীদের চাকরি দিচ্ছেন। দলীয় ব্যানারে উপযুক্তদের চাকরি দেয়ার জন্য ইতোপূর্বে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে উপাচার্যকে একটি তালিকা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের পাস কাটিয়ে অন্যদের নিয়োগ দিচ্ছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ছাত্রলীগের তালিকা ধরে চাকরি দেয়া আইনসম্মত নয়, বিষয়টি তাদের বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি অনৈতিক বিধায় নেতাকর্মীদের বলেছি। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে নুমকি ও পটুয়াখালীর ২০০ জনকে স্থায়ী ও খণ্ডকালীন হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।